দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ দুইজন গ্রেপ্তার, সামারি ট্রায়ালে সাজা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ১ পিস ইয়াবাসহ একজন এবং ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য উপস্থাপন করা হলে আদালত দুজনকেই ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই মাহবুল হক ডুগডুগি বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, ডুগডুগি গ্রামের কবিরের ইলেকট্রনিক্স দোকানের ভেতরে কয়েকজন মাদক সেবন করছেন।

পরে রাত আনুমানিক ১১টা ৪০ মিনিটে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে জয়রামপুর মালিথাপাড়ার ঠান্ডু রহমানের ছেলে শিপন (২৫) এবং জয়রামপুর গাতীরপাড়ার মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে রানা হোসেনকে (২৮) আটক করে।

এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে দেহ তল্লাশি করে শিপনের কাছ থেকে ১ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। অপরদিকে, রানা হোসেনকে ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আটক করা হয়।

পুলিশ পরে তাদের থানায় নিয়ে যায়। এরপর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ আদালত উভয় আসামিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছেন।

দুদকের মামলায় গুলশান থানার ওসি মেহেরপুরের ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীর সাজা

বেতনের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থের সন্ধান মিলেছিল ব্যাংকে, সেই অর্থের বৈধ কোনো উৎস না মেলায় রাজধানীর গুলশান থানার সাবেক ওসি ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীকে যেতে হচ্ছে জেলে।

ফিরোজ কবির মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার ওলি মোহাম্মদের ছেলে। তার অপর ভাই আজিজুল ইসলাম বারাদী বাজারের একজন সার ব্যবসায়ী।

দুদকের দায়ের করা মামলার রায়ে ফিরোজ কবিরকে ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভাকে ৪ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আজ বুধবার আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের পর ওই দম্পতিকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

ফিরোজ কবিরকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ, অর্থাৎ এক কোটি ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৮ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত আয়ের বাইরে যে ৮৭ লাখ ১৭ হাজার ১৯৪ টাকা তার অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে, তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
রায়ের দিন থেকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে ফিরোজ কবিরকে ওই অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তা দিতে না পারলে দণ্ডবিধির

৩৮৬ ধারা অনুযায়ী তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান এ আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইফুল ইসলাম।

দুদকের সহকারী পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর গুলশান থানায় ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলাটি তদন্তের পর ২০১৯ সালে অভিযোগপত্র জমা পড়ে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩১ মে র্পযন্ত সময়ে এবি ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, এনআরবি কর্মাশিয়াল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ফিরোজ কবিরের নামে এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকে তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভার অ্যাকাউন্টে মোট ৩ কোটি ৯ লাখ টাকা জমা করেন।
রায়ে বলা হয়, অধিকাংশ হিসাব খোলার সময় ফিরোজ কবির অর্থের উৎস চাকরি দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ধরনের ও যে অংকের লেনদেন হয়েছে, তা তার বেতন-ভাতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা প্রমাণও তারা দাখিল করতে পারেননি।

“এতে প্রমাণিত হয় যে, জমাকৃত উক্ত অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধলব্ধ।”

মেহেরপুরে আদালতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় একজনের সাজা

আদালতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় সোনা ভানু নামের এক মহিলাকে সাজা প্রদান করেছেন মেহেরপুরের সিনিয়র জুডসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত।

আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ্ আজ রবিবার বিকেলে এই দন্ডাদেশ প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালতের এজলাস কক্ষে সি,আর ১৮০/২২নং মামলার সাক্ষ্য গ্রহন শুনানি চলছিলো। সেসময় ঐ মামলার পলাতক

আসামি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসার পাড়ার জাহিদ হোসেনের স্ত্রী মোছাঃ সোনাভানু আদালতে উপস্থিত হয়ে চিৎকার চেচামেচি, উন্মুক্ত আদালতে বাদী ও বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে অপমানজনক ও অশালিন ভাষা ব্যবহার এবং আদালতের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন।

আদালত বার বার তাকে নিষেধ এবং সতর্ক করলেও তিনি উক্ত কার্যকলাপ পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। এতে আদালতের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন এবং বিচার কাজে অযাচিত বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
আসামির উক্ত কার্য দন্ডবিধির ধারা ২২৮ এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮০ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ উল্লেখ করে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮০ অনুযায়ী আদালত আসামিকে তাৎক্ষনিক গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করেন।

আসামি তার অপরাধের বিষয়ে কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে না পারায় তাকে দন্ডবিধির ২২৮ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮০ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে ২০০ টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করে জেলখানায় পাঠানো হয়।